দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 JAN 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

058

বেসরকারী শিক্ষকদের কি ক্ষুধার জ্বালা কম ?

বাংলাদেশের বেসরকারী শিক্ষকগণ অনেক আশা-ভরসা নিয়ে তাকিয়েছিলেন নতুন বেতন স্কেলের দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে জুটেছে শূন্য। সরকার সকল সরকারী, অর্ধ-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১৯৮৫ সনের জুন থেকে নতুন বেতন স্কেল কার্যকরী করেছেন। অথচ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নতুন বেতন স্কেল ১৯৮৬ সনের মার্চ থেকে কার্যকরী হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণেই সরকার নতুন বেতন স্কেল কার্যকরী করেছেন গত জুন থেকে। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষকদের বেলায় তা প্রজোয্য হলো না। আমাদের প্রশ্ন, বেসরকারী শিক্ষকদের কাছে কেউ কি অর্ধেক দামে জিনিসপত্র বিক্রি করে ? না কি তাঁরা অন্য কোন দেশ থেকে জিনিসপত্র ন্যায্য দামে কিনতে পারেন ? যদি এ দু'টির কোনটিই না হয় তবে কেন তাঁদের বেলায় ১৯৮৫ সালের জুন থেকে নতুন বেতন স্কেল কার্যকরী হবে না ?

বেসরকারী শিক্ষকের 'আশ্বাস' দেয়া হয়েছে আগামী মার্চে তাঁদের ক্ষেত্রে নতুন বেতন স্কেল কার্যকরী হবে। কিন্তু অতীতেও এ জাতীয় 'আশ্বাস' অনেক শোনা গেছে। লাভ হয়নি কিছুই। এবার 'আশ্বাসে' আস্থা রাখা দুরূহ হয়ে পড়েছে।

এক দেশ, এক শিক্ষাপদ্ধতি ও এক শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন থেকেও এ দেশে 'সরকারী' ও 'বেসরকারী' নামে দু'শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারী সরকারী সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে তুলনায় কিছুই জুটে না বললেই চলে। অথচ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার সংখ্যা হবে বহুগুণ বেশী।

শোনা যায়, অনেক উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাখাতে যে পয়সা খরচ করা হয় তাকে তারা খরচ হিসেবে ধরেন না। তারা এ খরচকে পুঁজি খাটানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। আর আমাদের দেশে অনুৎপাদনশীল খাতে প্রচুর টাকা খরচ হতে পারে, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে টাকার থলে প্রায় অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য ঠিকই পয়সা জুটে কিন্তু শিক্ষকদের জঠর জ্বালা দূর করার কোন তাগিদ নেই। তবে এটি ঠিক যে, শিক্ষকদের উদর যন্ত্রণা দূর হলে তারা ভালো শিক্ষাদান করতেও সচেষ্ট হবেন।

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ১৯৮৫সনের জুন থেকে নতুন স্কেলে বেতন দিয়ে এবং তাদের চাকরি জাতীয়করণ করে, বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করার জন্য সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ, গ্রাম-চরটেকী, ডাক-তারাকান্দি, জিলা-কিশোরগঞ্জ।